ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৪

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগঃ মূলনীতি ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ৭
মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতিঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ৩৭
মো: তৌহিদুল ইসলাম

বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও প্রতিকারঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ৭১
মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদানঃ মূল্যায়ন ১০২
ড. মো. মিজানুর রহমান

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইনফাক ১২৪
আবদুছ ছবুর মাতুব্বর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

ত্রৈমাসিক "ইসলামী আইন ও বিচার" পত্রিকা প্রকাশনার বারো বছরে পদার্পণ করল। এক যুগের এ পথ পরিক্রমায় যুগের চাহিদা ও গবেষণাপদ্ধতির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে এ গবেষণা পত্রিকায় নানা ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক পরিসরে পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে এবারের সংখ্যা থেকে প্রবন্ধের শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

'ইছতিসনা' ইসলামী ফিকহে আলোচিত অন্যতম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। একপক্ষ থেকে পণ্য তৈরির ফরমায়েশ প্রদান ও অন্য পক্ষ থেকে তা সরবরাহ করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিটি শরী'আহসম্মত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য মাযহাব ইছতিসনাকে বাই' সালামের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হিসেবে দেখলেও হানাফী মাযহাব একে একটি স্বতন্ত্র চুক্তির মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে সালাম ও ইছতিসনার মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক পার্থক্য দৃশ্যমান হয়। পূর্বসূরী ফকীহগণ স্ববিস্তারে এ চুক্তির বিধি-বিধান ও শর্ত-শারায়েত বর্ণনা করেছেন। পদ্ধতিটি প্রাচীন হলেও সমসাময়িক বিশ্বে বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর এর আবেদন বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগের আধিক্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইছতিসনা নীতিমালার ভিত্তিতে পাওয়ার প্লান্ট, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, মহাসড়কের মত বড় বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। "ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ইছতিসনা বিনিয়োগ: মূলনীতি ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ইছতিসনার ফিকহী বিধি-বিধান বর্ণনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় এ নীতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাত ও ইনস্ট্রুমেন্ট বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ইছতিসনাভিত্তিক বিনিয়োগ বিস্তৃত হলেও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাতে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়টি বিবেচনায় আনতে পারেন। আমরা মনে করি, ইছতিসনার ভিত্তিতে জাতীয় বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় আরও বেশি অবদান রাখা সম্ভব।

'ইসলামী অর্থব্যবস্থা' বর্তমান সময়ে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। বরং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। ইসলামের আর্থিক জীবনদর্শন সুসম সম্পদবণ্টন, ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ও মানবতার জন্য টেকসই কল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করায় গবেষক ও বাস্তব প্রয়োগকারী উভয় শ্রেণি এ ব্যবস্থার প্রতি আকর্ষিত হয়েছে। "ইসলামী অর্থব্যবস্থার অগ্রগতি: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" প্রবন্ধটিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার সাথে সাথে বৈশ্বিক ইসলামী অর্থনীতির আকার, সম্পদের পরিমাণ, আমানাত সংগ্রহ, বিনিয়োগ,

অর্জিত মুনাফা, সম্পদের বিপরীতে আয়, ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেটের অগ্রগতি, তাকাফুল ইত্যাদি বিষয়ের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশও অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ দেশে বর্তমানে ৮টি পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ও ৭টি ব্যাংকের ইসলামী উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং করছে। এছাড়া রয়েছে ইসলামী জীবনবীমা ও শরী'আহভিত্তিক আর্থিক কোম্পানি। বিপুল সম্ভাবনা ও আশাব্যাঞ্জক বাস্তবতার মধ্যেও এক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে এ খাত তার কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'অর্থনৈতিক মন্দা' সমকালীন বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত একটি বিষয়। বিগত প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে বিশ্ব ১৪টি বড় ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা প্রত্যক্ষ করেছে। সাবপ্রাইম মর্টগেজ সঙ্কট থেকে উৎসারিত ২০০৭-২০০৯ সালের সর্বশেষ অর্থনৈতিক মন্দা সুদূরপ্রসারী প্রভাবের দিক থেকে পরমানবিক যুদ্ধের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল। যা বিশ্ব অর্থনীতিকে এমন চরম সঙ্কট ও অস্থিরতার মুখে ঠেলে দিয়েছে যে অর্ধযুগ অতিবাহিত হলেও এখনও বিশ্ব অর্থনীতি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সুদভিত্তিক বাজার অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিই এর মূলকারণ। ঋণবিক্রি, কৃত্রিম ও অবাস্তব লেনদেন, কৃত্রিম মুদ্রাসৃষ্টি, ফটকাবাজিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক খাতকে কলুষিত করেছে। এর বিপরীতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম প্রণয়ন করেছে এক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। মন্দা প্রতিরোধে এর কৌশল চিরন্তন। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী কৌশলসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি দেয়। "বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কটের কারণ ও প্রতিকার: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষক দেখিয়েছেন কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থা অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। অর্থনীতির বৃহৎ অংশ হিসেবে ব্যাংকিং খাত বৈশ্বিক মন্দা সৃষ্টি ও প্রতিকারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। অতএব ব্যাংকিংকে শরী'আহ নীতিমালায় পরিচালিত করতে পারলে অর্থনৈতিক মন্দার অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বিগত শতাব্দিতে যেসব ইসলামী মনীষী মুসলিম মানসে ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা তৈরির নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯খ্রি.)। তিনি ইলমুল হাদীসের পণ্ডিত হিসেবে সমধিক পরিচিত। হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা বিশ্লেষণ, সহীহ, দুর্বল, জাল হাদীস নিরূপণে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। সমকালীন বিশ্বে হাদীসের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। হাদীসের উৎস ও সনদ যাচাই-বাছাই, সনদের মাননির্ণয়, হাদীসের শ্রেণিভুক্তকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি শায়খ আলবানী হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান বর্ণনার প্রয়াসও নিয়েছেন। এ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, হাদীসের সংকলনসমূহে শর'ঈ বিধান উল্লেখ এবং হাদীস তাখরীজের কিতাবসমূহে শর'ঈ বিধান বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর এ প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায়। "হাদীসের আলোকে শর'ঈ বিধি-বিধান নিরূপণে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী রহ.-এর অবদান: মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছে। একজন অর্থনৈতিক মানুষ হিসেবে ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের সামগ্রিক মালিকানা মহান আল্লাহর, যাতে তিনি বান্দার প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ শুধুমাত্র সম্পদের মূল মালিক আল্লাহর অনুমোদিত খাতেই তার সম্পদ ব্যয় করতে পারে। "কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইনফাক" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মহান আল্লাহর অনুমোদিত সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি ব্যয়ের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, শর্ত, নীতিমালা ও পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়েছে। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে শরী'আহ নীতিমালা অনুসরণ করা হলে একদিকে সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হবে অন্যদিকে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়ের উপর রচিত ইসলামী আইন ও বিচারের এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ সকলের সুকৃতিসমূহ কবুল করুন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত লেখকগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক পরিসরে "ইসলামী আইন ও বিচার" পত্রিকার পরিচিতি বৃদ্ধি ও র‍্যাংকিং প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে ৪৫তম সংখ্যা থেকে প্রবন্ধের শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অতএব প্রবন্ধ প্রেরণের সময় শিরোনাম, লেখকের নাম, সারসংক্ষেপ ও মূলশব্দ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক